জন্ম নিবন্ধন তথ্যের শুদ্ধতা ও আমাদের করণীয়

-আকম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প।

জন্ম নিবন্ধন সনদ একজন মানুষের জীবনের প্রথম দলিল। জন্ম নিবন্ধনে রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে ড. আকবর আলী খান লিখেছেন, "ব্যক্তির জন্য সঠিক জন্মতারিখ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রাষ্ট্রের জন্য তা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভোটাধিকারের জন্য সঠিক জন্মদিন জানা দরকার। শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জন্মের তারিখ জানতে হবে। শিশু ও বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য উপকারভোগীদের সঠিক জন্মতারিখের প্রয়োজন। তাই আধুনিক রাষ্ট্রে জন্মনিবন্ধন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের খরচে গড়ে তোলা হচ্ছে।" (আকবর আলী খান, আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ১৬১-৬২)।

১৮৭৩ সালে এ দেশে আইন হয়েছিল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের। আমাদের নির্লিপ্ততায় সে আইন প্রভাব ফেলতে পারে নি জীবন যাত্রায়। দীর্ঘদিন পরে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখকে নির্দিষ্ট করে সনদ প্রদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করায় ২০০৪ সালে দেশে নতুন ভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন প্রণীত হয়। আইনটি কার্যকর হয় ২০০৬ সালের ৩ জুলাই। আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আর বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ জন্ম নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করে। নিবন্ধকদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০৬ সালে ৫টি বিধি-ও প্রণয়ন করা হয়।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালাসমূহ ২০০৬ অনুসারে (ক) পাসপোর্ট, (খ) বিবাহ বন্ধন, (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, (ঘ) সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, (ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স, (চ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন, (ছ) জমি রেজিস্ট্রেশন (জ) জাতীয় পরিচয়পত্র (ঝ) লাইফ ইন্সুরেন্স পলিসিসহ মোট ১৬টি ক্ষেত্রের সুবিধা পেতে বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদের ব্যবহার বাধ্যতামূলক। অনুরূপভাবে (ক) সাকসেশন সার্টিফিকেট, (খ) পারিবারিক পেনশন, (গ) মৃত ব্যক্তির লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দাবী ও (ঘ) নাম জারী এবং জমাভাগ প্রাপ্তির সুবিধা পেতে মৃত্যু নিবন্ধন সনদের ব্যবহারও বাধ্যতামূলক।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর ৮(১) ধারা অনুসারে শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন এবং ৮(২) ধারা অনুসারে যে কোন মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়ায় জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা এসেছে নাগরিকদের বোধে, বেড়েছে সচেতনতা। ফলশ্রুতিতে সারা দেশে হাতে লিখে ও অনলাইনে মোট জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে ১৬ কোটির অধিক মানুষের আর মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ৬৬ লক্ষের বেশী।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১০ সালের অক্টোবর হতে হাতে লিখা জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ ইন্টারনেট নির্ভর। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত শক্তিশালী একটি সার্ভারে সারা দেশের সকল জন্ম তথ্য সংরক্ষিত হয়। প্রকল্পের ওয়েবসাইট br.lgd.gov.bd এর মাধ্যমে অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন, জন্ম তথ্য যাচাই ও তাৎক্ষণিক নিবন্ধিত জনসংখ্যা দেখার সুযোগ রয়েছে। সারা দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও সিটি কর্পোরেশনে ৪৯৯০টি এবং বিদেশে ২১টি দেশের ২৬টি বাংলাদেশ মিশনে নিবন্ধক কার্যালয় রয়েছে। দেশে ও প্রবাসে এরই মধ্যে ১০ কোটি ২৫ লক্ষ এর অধিক জন্ম তথ্য অনলাইনভুক্ত হয়েছে। চলতি ২০১৪ সালের মধ্যেই সকল হাতে লিখা জন্ম তথ্য অনলাইনভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের ডাটার প্রাচুর্য্যে তৃপ্তি পাওয়ার পাশাপাশি ডাটার সঠিকতা নিয়ে মাঝে মধ্যেই অনাকাঙ্খিত ঘটনার সংবাদে শঙ্কিত হতে হয়। বিয়ে বা বিদ্যালয়ে ভর্তি ছাড়াও আরো নানান কারণে বয়স হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আইনানুগভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তিদের দেয় তথ্যের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন করায় জন্ম তারিখে অনেক বিভ্রাট ঘটছে। মামলা হতে অব্যাহতি পেতে ১৮ এর নিচে জন্ম সনদ দেয়ার প্রমাণও পাওয়া গেছে। রাজবাড়ি জেলার মূলঘর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় আসামীর জামিন প্রাপ্তির সহায়তা করতে জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টার কাটাকাটি করে ১৯৯২ সালে জন্ম নেয়া ইদ্রিস আলীকে ১৯৯৮ সাল দেখিয়ে জন্ম সনদ দিয়েছেন। জামিন পেয়ে ইদ্রিস আলী ভিকটিম মেয়েটিকে হত্যা করেছে, এখন চেয়ারম্যান-ও মামলার আসামী। ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বালিকা অপহরণের মামলা থেকে অপহরণকারীকে বাঁচানোর জন্য ফেনী জেলার অপহৃতা মেয়ের জন্ম নিবন্ধন করে দিয়েছেন ১৯ বৎসর বয়স দেখিয়ে। ফেনী থানার মামলায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা হলে জন্ম নিবন্ধন নম্বরটির সকল তথ্য পাল্টিয়ে দিয়েছেন উদ্যোক্তার সহযোগিতায়। যশোরের শার্শা উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও উদ্যোক্তাগণ বাল্য বিবাহের সহযোগী হয়ে জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টারে মেয়ের ৫ বৎসর আর ছেলের ৬ বৎসর বয়স বাড়িয়ে তাদের বিবাহ উপযোগী করে দেন। ময়মনসিংহ পৌরসভা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামীকে রক্ষা করতে ভিকটিমের ২৫-১২-১৯৯৯ তারিখ দিয়ে জন্ম নিবন্ধন থাকা সত্ত্বেও ২৫-১২-১৯৯৪ দেখিয়ে আরেকটি জন্ম নিবন্ধন করে। মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল ইউনিয়নে ইপিআই কার্ডে জন্ম সাল ২০০৮ থাকলেও ৬+ দেখিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রয়াসে জন্ম নিবন্ধন হয়েছে জন্ম সাল ২০০৭ লিখে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ন্যূনতম বয়স নাই তবে ৬+ এর কোন শিশু বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকতে পারবে না বলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে। এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ন্যূনতম বয়স ১৫+। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সময় ভুল ধারনা থেকে শিশুর বয়স বাড়িয়ে ৬+ করিয়ে আবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সময় হিড়িক পড়ে বয়স কমানোর।

শ্রমিক হিসাবে বিদেশ গমনের ও বিদেশে অবস্থানের জন্য বয়সের সীমাবদ্ধতা থাকায় শিশুদের বয়স বাড়িয়ে বিদেশের শ্রম বাজারে পাঠানো হচ্ছে। বছর পাঁচেক বিদেশ থাকার পর দেশে ফিরে দেশের শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে আবার বয়স পরিবর্তনের তদবির চলে। ঠিক তেমনি অধিক বয়সীদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের বয়স কমিয়ে বিদেশের শ্রমবাজারে পাঠানোর প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। নির্বাচনে প্রার্থী হতে, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে, বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে বয়স বাড়ানোর আব্দার পাওয়া যায়। তেমনি জমি জমা সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমায় স্বার্থ হাসিলের জন্য মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ পরিবর্তনের অশুভ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

হাতে লিখা জন্ম নিবন্ধন সনদে বয়স পরিবর্তনের বেশ সুযোগ থাকলেও অনলাইন জন্ম নিবন্ধনে এ সুযোগ নেই বললেই চলে। তবুও ব্যক্তির বা পিতামাতার নামের ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে একজন ব্যক্তির একাধিক জন্ম সনদ গ্রহণের নজির দেখা গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য শিশুদের বয়স কমানো বাড়ানোর জন্য একই ধরনের নজির লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ের দাখিলকৃত জন্ম তারিখ বোর্ড পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা আমাদের দেশে একটি ব্যাধির মত বিস্তৃত। দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মত তথ্য পরিবর্তনের অপরাধ প্রবণতার ঘটনা অনেক জায়গায়ই ঘটছে। এর ফলে জন্ম নিবন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যাহত হয়।

একই ব্যক্তির হাতে সকল বয়সের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যথা, তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ, নিবন্ধনকরণ, সম্পাদনা, সনদ প্রদান, প্রভৃতি ক্ষমতা থাকায় এ সকল অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটছে। দেশে জন্ম নিবন্ধনের প্রাথমিক পর্যায় প্রায় শেষ হয়েছে। এখন প্রয়োজন ডাটার শুদ্ধতার প্রতি নজর দেয়ার। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ডাটার শুদ্ধতা বজায় রাখতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হচ্ছে।

১. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর ধারা ৮ অনুযায়ী জন্মের ক্ষেত্রে পিতা বা মাতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যা (এবং উভয় ক্ষেত্রে) বা The Guardians and Wards Act, 1890 (Act VIII of 1890)

অনুযায়ী অভিভাবক বা বিধিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনে সতর্কতা অবলম্বন;

২. যে কোন জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিবন্ধক জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করবেন। ইপিআই প্রথম ডোজের দিন কার্ডে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নম্বর ও জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী জন্ম তারিখ লিখতে হবে, তবে জন্ম নিবন্ধন না হওয়ার কারণে কোন শিশুকে টিকা দান হতে বাদ দেয়া যাবে না;

৩. জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিন পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুর ইপিআই কার্ড বা মৃত ব্যক্তির সৎকার সংক্রান্ত প্রমাণপত্র ছাড়া অনলাইনে আবেদন সংরক্ষণ করা যাবে না;

৪. জন্ম বা মৃত্যুর ৬ মাস পরে নিবন্ধক সরাসরি নিবন্ধন করতে পারবেন না। উপরের ৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানানুসারে ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ প্রভৃতি প্রমাণের প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করার পর ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নিবন্ধকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে এবং সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিবন্ধকগণ উপপরিচালক স্থানীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য অনলাইনে প্রেরণ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপপরিচালক স্থানীয় সরকার তথ্যসমূহ প্রাপ্তির ৭ কর্মদিবসের পরে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানশেষে অনলাইনেই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অনুমোদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক নিবন্ধন করতে পারবেন। তথ্যসমূহ প্রেরণের ৭ কর্মদিবস পরেই অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রস্তাবটি দৃশ্যমান হবে, এই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই করতে পারবেন না;

৫. জন্ম বা মৃত্যুর ২ বৎসর পরে উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিবন্ধক তথ্যসমূহ অনলাইনে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠাবেন। জেলা প্রশাসক তথ্য প্রাপ্তির ৭ কর্মদিবসের পরে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানশেষে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইনেই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অনুমোদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক নিবন্ধন করতে পারবেন। তথ্যসমূহ প্রেরণের ৭ কর্মদিবস পরেই অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রস্তাবটি দৃশ্যমান হবে, এই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই করতে পারবেন না।;

৬. একবার সনদ প্রদান করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রার জেনারেল বা রেজিস্ট্রার জেনারেলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমোদন ছাড়া কোন তথ্য সংশোধন করা যাবে না।

ভুয়া জন্ম নিবন্ধন নিরোধের জন্য জন্ম নিবন্ধন আবেদনপত্রটিতেও কিছু পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে আবেদন পত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে:

** **অনলাইনে আবেদন করতে হলে http://bris.lgd.gov.bd/beta/pub/?pg=application_form ঠিকানায় লগইন করুন।**

(জমনি ফরম - ১)
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

জন্ম নিবন্ধন আবেদনপত্র [১]

১. নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির বিবরণ:

নাম:	বাংলায়			
	ইংরেজী (বড় হাতের অক্ষরে)			
জন্ম তারিখ (খ্রী:)	সংখ্যায় (দিন- মাস- বৎসর)		লিঙ্গ	☐ নারী ☐ পুরুষ
জন্মস্থানের ঠিকানা (বাংলায়) :				
জন্মস্থানের ঠিকানা (ইংরেজী) :				দেশ: বাংলাদেশ

২. পিতা ও মাতার বিবরণ :

পিতার নাম:	বাংলায়		জাতীয়তা:	
	ইংরেজী (বড় হাতের অক্ষরে)			
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর				
মাতার নাম:	বাংলায়		জাতীয়তা:	
	ইংরেজী (বড় হাতের অক্ষরে)			
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর				

৩.

স্থায়ী ঠিকানা: (বাংলায়)		**স্থায়ী ঠিকানা:** (ইংরেজী)	
বর্তমান ঠিকানা: (বাংলায়)		**বর্তমান ঠিকানা:** (ইংরেজী)	

৪. আবেদনকারীর প্রত্যয়ন (নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির বয়স ১৮ বা তদুর্ধ্ব হইলে তিনি নিজে নিম্নের কলামে স্বাক্ষর/ টিপসহি দিতে পারিবেন):

আমি স্বজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য সঠিক, নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির অন্য কোথাও জন্ম নিবন্ধিত হয় নাই।		আবেদনের তারিখ (সংখ্যায়)		
নাম	স্বাক্ষর/ টিপসহি			
সম্পর্ক	☐ পিতা ☐ মাতা (টিক চিহ্ন দিন)। অন্যান্য (সম্পর্ক লিখুন):	দিন	মাস	বৎসর

৫. তথ্য সংগ্রহকারী/ যাচাইকারীর প্রত্যয়ন:

জন্মের ৫ বছরের মধ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১ নং কলামে প্রত্যয়ন প্রয়োজন হইবে। জন্মের ৫ বছর পরে আবেদনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্র/ ছাত্রী হইলে ২ নং কলামে শুধুমাত্র সংশিণ্ডষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন প্রয়োজন হইবে। অন্যান্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য ২ নং কলামে এমবিবিএস ডাক্তার এবং জন্মস্থান/ স্থায়ী ঠিকানা প্রমাণের জন্য ৩ নং কলামে ইউপি সদস্য/ কাউন্সিলরের প্রত্যয়ন প্রয়োজন হইবে। তবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন এনজিও কর্মী বয়স ও জন্মস্থান/ স্থায়ী ঠিকানা প্রমাণের জন্য ৩নং কলামে প্রত্যয়ন করিতে পারিবেন। এছাড়া ইপিআই কার্ড/ এসএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট/ পাসপোর্ট / হাসপাতালে জন্ম সংক্রান্ত ছাড়পত্র/ জন্ম তারিখ এবং জন্মস্থান সম্পর্কিত নিবন্ধক যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ যেকোন দলিলের অনুলিপি (যে কোন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ /প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত) সংযুক্ত থাকিলে নিম্নের কোন কলামে প্রত্যয়ন প্রয়োজন হইবে না।

তথ্য সংগ্রহকারীর[3] প্রত্যয়ন (নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ)	এমবিবিএস ডাক্তার বা সংশিণ্ডষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের প্রত্যয়ন (স্বাক্ষর, তারিখ ও নামসহ সীল)	ইউপি সদস্য/ কাউন্সিলর/ এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন (স্বাক্ষর, তারিখ ও নামসহ সীল)
(১)	(২)	(৩)

৬. নিবন্ধকের কার্যালয় কর্তৃক পূরণীয়:

নিবন্ধকের অনুমোদনঃ স্বাক্ষর, তারিখ ও নামসহ সীল	নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধকারীর স্বাক্ষর, তারিখ ও নামসহ সীল	নিবন্ধন বহি নং: নিবন্ধনের তারিখ: ...../...../..... ব্যপনের শেষ ছয় অংকঃ ☐☐☐☐☐☐ ব্যক্তি পরিচিতি নং(ব্যপন)ঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
জন্ম সনদ প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ		

✂----------

আবেদনকারীর অংশ[4]: (তথ্য সংগ্রহকারী/ জন্ম নিবন্ধন আবেদন পত্র গ্রহণকারী নিচের অংশটি পূরণ করিয়া আবেদনকারীকে ফেরত দিবেন)

নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির নাম			
আবেদনকারীর নাম		জন্ম সনদ প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ	...../ ...../ .....
তথ্য সংগ্রহকারী/ আবেদন পত্র গ্রহণকারীর নাম ও পদবী:		তারিখসহ স্বাক্ষর:	

[১] এই ফরমটি ইউনিয়ন/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য যাহা আবেদনকারী বা নিবন্ধক কপি করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন।

[২] ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঠিকানাঃ (১) গ্রাম, (২) ইউনিয়ন, (৩) উপজেলা, (৪) জেলা। অন্যান্য ক্ষেত্রে ঠিকানাঃ (১) হোল্ডিং/ বাসা নং (২) সড়কের নাম বা নং (৩) মৌজা/ মহলণ্ডা (৪) ওয়ার্ড নং (৫) পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। জন্ম স্থানের ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা কোন প্রতিষ্ঠানে জন্ম হলে সেই ঠিকানা।

[৩] কাউন্সিলর/ইউপি সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, এনজিও মাঠকর্মী, হাসপাতাল বা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ, জেল সুপার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক ।

[৪] সনদ গ্রহণের সময় আবেদনকারী তার অংশের অপর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিয়া সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন এবং জন্ম সনদ সংগ্রহ করিবেন ।